Sem-4 CC-10

M.M

4) ধারণা বনাম মনশ্চিত্র (প্রতিরূপ)
Concept Vs Image.

উঃ প্রত্যয়/ধারণা শব্দটি অতি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। লক এই প্রত্যয় বা ধারণা শব্দটিকে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেন। ডেভিড হিউমই সর্বপ্রথম মুদ্রণ ~~এবং ধারণার~~ (Impression) এবং ধারণা (Idea) শব্দ দুটি ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতার মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তিনি মুদ্রণ ও ধারণা শব্দ দুটিকে ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করেছেন। যেমন - সবুজ গাছের দিকে তাকালে আমার সবুজের মুদ্রণ বা ইন্দ্রিয়ানুভব হয়, আর পরে যখন চোখ বুজে ঐ সবুজের কল্পনা করি তখন হয় সবুজের ধারণা অর্থাৎ হিউমের মতে ধারণা হল মুদ্রণের বা ছাপের দুর্বল বা অস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি বা প্রতিরূপ। হিউম মানস প্রতিরূপকেই ধারণা বলেছেন।

ধারণা শব্দটি অস্পষ্টার্থক বা অনেকার্থক, ধারণা বলতে যেমন বিশেষ বস্তু বা ব্যক্তির মনশ্চিত্র কে বোঝায়, তেমনি আবার প্রত্যয় বা সামান্য ধারণাকেও বোঝায়। লক, বার্কলে এবং হিউম প্রভৃতি দার্শনিকগণ 'ধারণা' শব্দটিকে কখনও প্রতিরূপ বা মনশ্চিত্র অর্থে আবার কখনও প্রত্যয় বা সামান্য ধারণা অর্থে প্রয়োগ করেছেন এবং এর ফলে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে।

প্রকৃত অর্থে প্রতিরূপ বা মনশ্চিত্র (image) এবং প্রত্যয় বা সামান্য ধারণা (Concept) অভিন্ন নয়। প্রতিরূপ বা মনশ্চিত্র হল বিশেষ কোন বস্তু বা ব্যক্তির মুদ্রণ জনিত মানসিক চিত্র। যেমন - আমার সামনের টেবিল কে যখন দেখি তখন তার প্রত্যক্ষ

রূপটিকেই (মুদ্রণ জনিত ছাপকেই) দেখি। কিন্তু টেবিলটি সেখান থেকে সরিয়ে নিল অথবা আমি সেখান থেকে অন্য অন্যত্র চলে গেলে আর মনে টেবিলটির প্রত্যক্ষরূপ (মুদ্রণ বা ছাপ) থাকে না, থাকে প্রতিরূপ বা মনশ্চিত্র (image)। মনশ্চিত্র বা প্রতিলিপি মুদ্রণের ওপর নির্ভর করে। মুদ্রণ না হলে মনশ্চিত্র গঠন করা যায় না। অর্থাৎ মনশ্চিত্র বা প্রতিলিপি অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল।

কিন্তু প্রত্যয় বা সামান্য ধারণার (concept or idea) ক্ষেত্রে কোন প্রত্যক্ষরূপ বা মুদ্রণ থাকে না। যেমন - বিশেষ কোন বৃক্ষের প্রত্যক্ষরূপ (মুদ্রণ) হলেও 'বৃক্ষত্ব' সামান্যের প্রত্যক্ষ হয় না। তেমনি আবার কোন মানুষের প্রত্যক্ষরূপ (মুদ্রণ) হলেও মানুষ সামান্যের অর্থাৎ মনুষ্যত্বের প্রত্যক্ষরূপ হয় না। তাই যখন বৃক্ষত্ব, মনুষ্যত্ব সম্পর্কে চিন্তা করি তখন আমাদের মনে যা উদয় হয় সেটা হল ধারণা বা প্রত্যয় (concept) বা সামান্য ধারণা। প্রতিরূপ মুদ্রণ নির্ভর হলেও প্রত্যয় বা সামান্য ধারণা মুদ্রণ নির্ভর না হতেও পারে। লাল রঙ না দেখলে লালের মুদ্রণ না হলে লালের প্রতিরূপ গঠন করা যায় না, কিন্তু লাল রং না দেখলেও, লালের মুদ্রণ না হলেও, লালের প্রত্যয় বা ধারণা (concept) গঠন করা যায়।

হসপার্স বিখ্যাত বর্ণালীর উদাহরণ দিয়ে সুন্দরভাবে বুঝিয়েছেন। বর্ণালীর অন্তর্গত সাতটি রঙের প্রতিরূপ আমরা গঠন করতে পারলেও ঐ বর্ণালীর অন্তর্গত অতি বেগুনী রঙের প্রতিরূপ আমাদের হয় না। মৌমাছি এবং আরও কয়েকটি জীবের ইন্দ্রিয় ঐ রশ্মি গ্রহণের উপযোগী হলেও মানুষের ইন্দ্রিয়ের ঐ গ্রহণ সামর্থ্য নেই। এ জন্য ঐ রশ্মি সম্পর্কে ~~প্রত্যয় বা ধারণার~~ মানুষের প্রতিরূপ থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু পদার্থবিদদের ঐ রশ্মি সম্পর্কে প্রত্যয় বা ধারণা আছে। পদার্থবিদরা লাল নীল সম্পর্কে যেমন নির্ভুলভাবে এবং স্বচ্ছন্দে কথা বলে থাকেন, অতি-বেগুনী রশ্মি সম্পর্কেও তেমনি নির্ভুলভাবে ও স্বচ্ছন্দে কথা বলতে পারেন। তাই বলা যায়, "মুদ্রণ ছাড়া ধারণা হয় না" হিউমের এই সূত্রটি প্রতিরূপের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও প্রত্যয় বা ধারণার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

"জন্মান্ধ ব্যক্তির রঙের ধারণা হতে পারে না" — হিউমের এই কথাটি গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ জন্মান্ধ ব্যক্তির ব্যক্তির পক্ষে রঙের প্রতিরূপ গঠন সম্ভব না হলেও ধারণা গঠন সম্ভব। অধ্যাপক হসপার্স বলেন যে, কোন জন্মান্ধ ব্যক্তি পদার্থবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে রঙ সম্পর্কে গবেষণাও করতে পারেন। ব্রেইল (Braille) পদ্ধতির মাধ্যমে ~~আলোক তরঙ্গ পরিমাপ করে~~ বিভিন্ন আলোক তরঙ্গ পরিমাপ করে বিভিন্ন রঙের ধারণা গঠন করতে পারেন। তাহলে মনে হয় দৃষ্টিবান ব্যক্তির মতোই যে অন্ধ ব্যক্তিরও রঙের সুস্পষ্ট ধারণা আছে।

Teacher's Signature.................

P.T.O

প্রাতিকণা যেমন
সুতরাং ইন্দ্রিয়ানুভব বা মুদ্রণ ছাড়া ধারণা বা প্রত্যয় গঠন করা যায়,
সম্ভব না হলেও ধারণা বা প্রত্যয় গঠন করা যায়, লোক-
আমাদের এমন কিছু ধারণা আছে যাদের মুদ্রণ ভিত্তিক বলা যায় না,
সবজের ধারণার মতো মুদ্রণ ভিত্তিক বলা যায় না,
যেমন - নিত্যতা, অসীমতা, সমতা, বিশ্বমতা,
গণতন্ত্র, স্বাধীনতা প্রভৃতি ধারণাকে মুদ্রণ-ভিত্তিক
নয়। ~~ক~~ কাজেই মুদ্রণ অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক ~~ধারণা~~ যদি
ধারণা বা প্রত্যয় অভিজ্ঞতা ভিত্তিক নাও হতে পারে।

Short question.

— ০ —

Q লক কিভাবে সরল ধারণা ও জটিল ধারণার মধ্যে পার্থক্য করেছেন ? ব্যাখ্যা কর।

উঃ ১। সরল ধারণার ক্ষেত্রে মন নিষ্ক্রিয় থাকে আর জটিল ধারণার ক্ষেত্রে মন সক্রিয় থাকে।

২। সরল ধারণা জটিল ধারণার উপাদান। তাই সরল ধারণা বিশ্লেষণ করলে জটিল ধারণা পাওয়া যায়।

৩) সরল ধারণা মৌলিক। একে ইচ্ছা মতো মন সৃষ্টি অথবা সৃষ্টি করতে বা ধ্বংস করতে পারে না। এগুলোকে মনে আসে, মন যেগুলোকে গ্রহণ করে। জটিল ধারণা বিশ্লেষণ যোগ্য এই জন্য মন একে যেমন সৃষ্টি করতে পারে তেমনি ধ্বংস করতে পারে।

৪) জটিল ধারণা সরল ধারণার ওপর নির্ভরশীল।

৫) সরল ধারণা ধারণা সকলপ্রকারের অভিজ্ঞতা ভিত্তিক।

৬) সরল ধারণা অনুভবের বিষয়, কিন্তু একে ব্যাখ্যা করা যায় না। জটিল ধারণাকে ~~ব্যাখ্যা~~ বিশ্লেষণ করা হয় বলে একে ব্যাখ্যা করা যায়।